ঝিনাইদহে রেললাইন, মেডিকেল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতাকর্মী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির সভাপতি এনএম শাহজালাল, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান পিন্টু, গণঅধিকার পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল এনাম পল্লব, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য ফ্রন্টের সভাপতি তপন কুমার বিশ্বাস, জজ কোর্টের এপিপি এ্যাড. মনিরুল ইসলাম মিল্টন, বাসদের সমন্বয়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম, ওয়জির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার, সাবেক অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান ডিটু, সাংবাদিক আজিজুর রহমান ছালাম, ইসলামী ছাত্র ফ্রন্টের নেতা আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঝিনাইদহ শহরে দীর্ঘদিন ধরে রেল যোগাযোগ ও উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত।

এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানান।

এছাড়া ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও মাগুরা জেলার পণ্য পরিবহন যোগাযোগের ভোগান্তি কমাতে মাওয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে দ্রুত দ্বিতীয় পদ্মাসেতু স্থাপনের দাবী তুলে ধরেণ। অবিলম্বে এই ন্যায্য দাবিগুল পূরণ করা না হলে আগামীতে আরও কঠোর ও বৃহত্তর আন্দোলনের হুসিয়ারী দেন বক্তারা।

ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি ক্যাম্পাসেই হতে পারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝিনাইদহে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝিনাইদহে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি নতুন করে দাবি নতুন করে জোরালো হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা, গবেষণা ও ব্যবহারিক অবকাঠামোসহ প্রায় সব উপাদানই ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি ক্যাম্পোসে যা বর্তমান যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন।

ফলে নতুন করে বড় ধরনের বিনিয়োগ ছাড়াই এই ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে দ্রুত একটি আধুনিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পূর্বতন ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, বর্তমানে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ হিসেবে ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসটি পরিচালিত হচ্ছে। ক্যাম্পাসটির নিজস্ব আয়তন ১০.১৭ একর হলেও এর সঙ্গে যুক্ত সাধুহাটি বিএডিসি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং সাগান্না বাঁওড়কে অন্তর্ভুক্ত করলে মোট এলাকা ২০০ একরেরও বেশি হয়, এর পিছনে আশেপাশে রয়েছে অবরিত খোলা মাঠ যা একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠিানটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ঝিনাইদহ শহর থেকে সহজ সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকায় এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার উপযোগী স্থান।

সময়েই এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব।

ঝিনাইদহ জেলা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম বলেন, এই অঞ্চলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুধু একটি দাবি নয়, এটি এখন সম্মিলিত প্রয়োজন। ভেটেরিনারি ক্যাম্পাসসহ আশপাশের বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করে সহজেই একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। জেলার অন্যত্র কৃষি জমির নতুন করে অবচয় না করে এই প্রতিষ্ঠান কেই অধুনিকায়নের মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নিত করা এখান জেলাবাসীর দাবি।

আলমডাঙ্গায় প্রস্তাবিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি পরিদর্শনে লিয়াঁজো কমিটি

প্রস্তাবিত ‘চুয়াডাঙ্গা ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (চুয়েট)’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাইট নির্ধারণে আলমডাঙ্গায় লিয়াঁজো কমিটি স্পট ভিজিট করেছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকাস্থ আলমডাঙ্গা কমিটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জমি সংক্রান্ত বিষয় যাচাই ও স্থান নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি লিয়াঁজো কমিটি এ পরিদর্শন করে।

স্পট ভিজিটে উপস্থিত ছিলেন লিয়াঁজো কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদ (লন্টু), আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. শরীফুল ইসলাম (ডিন, এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি, সিটি ইউনিভার্সিটি), সদস্য প্রকৌশলী মো. আমিনুর রহমান (পরিচালক/যুগ্ম সচিব, স্রেডা, পিডিবি), সদস্য ড. মাসুদুল হক

ঝন্টু (প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর), সদস্য সচিব ফারুক আহমেদ (পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট), মহাপরিচালক (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো) মো. রুহুল আমিন এবং আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহেলসহ অন্যান্যরা।

টিমকে স্বাগত জানান আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিস পান্না আক্তার, দর্পণ থিয়েটারের সভাপতি মো. আরশাদ হোসেন সাদ, কলেজপাড়া কল্যাণ কমিটির সভাপতি খোন্দকার সহিদুর রহমান, আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব খোন্দকার হাবিবুল করিম চঞ্চলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

পরিদর্শনকালে টিমটি প্রাথমিকভাবে দুটি স্থান বন্ডবিল থেকে ফরিদপুরমুখী সড়কের দুই পাশ এবং মুন্সিগঞ্জ গোবিন্দপুর মাঠ এলাকা ঘুরে দেখেন। দ্রুত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে তা ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এলাকার কৃতি সন্তান ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. রুহুল আমিন বলেন, “প্রস্তাবিত চুয়েট বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। তাই এর বাস্তবায়নে স্থানীয়দের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন।”

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিস পান্না আক্তার বলেন, “চুয়াডাঙ্গা জেলার বৃহত্তম উপজেলা আলমডাঙ্গায় প্রস্তাবিত এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক। সরকারিভাবে নির্দেশনা পেলে জমি অধিগ্রহণসহ বাস্তবায়নে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।”

পরিদর্শন শেষে বিকেল ৩টায় লিয়াঁজো কমিটি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠক করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন বলে জানা গেছে।